সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

সুখী দেশের দুখী চিত্র ৯

সমাজখেকো ব্যবসা ১৪

A Nation of Bastards ২১

শতভাগ জরুরি ২৮

ফিতরাতের চাওয়া-পাওয়া ২৮

উপকারের শেষ নেই ৪৩

আর্লি ম্যারিজ, আর্লি ইনকাম ৪৮

সোনার হরিণ ৫৭

এতদিন কি ভুল শুনলাম! ৬২

মেয়ের বাবারা হুঁশিয়ার! ৬৬

স্যালারির আগে দীন ৭৮

সিস্টারস অনলি ৮০

নারীত্ব : মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব (এবং সতীত্ব) ৮১

দুজন দুজনার ৮৫

লাভ হরমোন ৯১

শ্রেষ্ঠ পাঁচ ১০০

আম্মাবাদ! ১০৩

শেষ হইয়াও হইল না শেষ! ১০৮

তরুণদের আর্তনাদ ১১৫

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ ১২৩

এক সুতোয় গাঁথা ১২৪
ভালোবাসার রকমফের ১২৭
বিপরীতধর্মী দুই আয়ন ১৩৯
দাম্পত্য জীবনের ছন্দপতন ১৪৬

আরে মেলা খরচ! ১৫৩

ব্রাদার্স অনলি ১৬২

অর্ধেক দীন, বাকিটা কই? ১৬২
গাইরাত : মুমিনের সৌন্দর্য ১৬৩
পর্দা সবার আগে ১৬৮

বিয়ের আগে ও পরে ১৭৫

কুফু ১৭৫
সৌন্দর্য ১৮০
কুমারী বাছাই করা ১৮২
কনে দেখা ১৮৩
ইস্তিখারা ১৮৫
মোহরানা ১৮৭
যৌতুক ১৮৯
কনের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান নয় ১৮৯
লুকোছাপা নয়, জানিয়ে দিন ১৯১
হাদিয়া বাণিজ্য ১৯৪

তথ্যসূত্র ১৯৬

সমাজখেকো ব্যবসা

করোনাকালীন সময়টা ছিল অনেকের জন্যে একটা বিরাট পরীক্ষা। চাকরি নেই, ইনকাম নেই, খাবার নেই, সুরক্ষা নেই... যেন হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। অনেক ঢাকার ভাড়াটিয়াকে আমি দেখেছি, তারা আসবাবপত্র গুটিয়ে গ্রামে চলে গেছে। আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঢাকায় সংসার চালানোর সুযোগ তাদের হয়নি। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পথে বসে গেছে এই মহামারির সময়। অনেকেই তার মূলধন খুইয়ে দেউলিয়া হয়েছে। এটা-যে শুধু আমাদের দেশীয় সমস্যা, তা কিন্তু না। পুরো বিশ্বেই এই চিত্র দেখা গেছে। অনেকেই আত্মহত্যাও করেছে উপায়ান্তর না দেখে। কিন্তু এই সময়টাতে কিছু মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। কলাগাছ বললে ভুল হবে। আঙুল ফুলে বটগাছ হয়েছে। মিলিয়নিয়ার থেকে বিলিয়নিয়ারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। সংখ্যাটা কত জানেন? প্রায় পাঁচশো জন। গড়ে তাদের প্রত্যেকের ইনকাম ছিল ২ বিলিয়ন ডলার।[১] মানে দুইশো কোটি ডলার। টাকাতে কনভার্ট করলে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে? হিসেবটা আপনার জন্যে জমা রাখলাম।

এটা তো গেল বিলিয়নিয়ার হওয়ার তালিকা। মিলিয়নিয়ার[২] কতজন হয়েছে জানেন?

প্রায় ৫ মিলিয়ন লোক। সেটাও আবার ২০২০ সালের মহামারি চলাকালীন সময়ে।[৩] Oxfam তাদের একটা হিসেবে দেখিয়েছে, প্রতি ৩০ ঘণ্টায় একজন করে লোক বিলিয়নিয়ার হয়েছে করোনা-কালীন সময়ে। অথচ একই সময়ে ২৬৩ মিলিয়ন লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছিল।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরও প্রকট হবে সম্পদের পরিমাণ দেখলে। মাত্র দশজন লোক গোটা দুনিয়ার অর্ধেক সম্পদ দখল করে বসে আছে।[৪] ভাবা যায়! একদিকে গরিব আরও গরিব হচ্ছে, অপরদিকে ধনী হচ্ছে ধনবান। **করোনার সময়, প্রতি ৩৩ ঘণ্টায় একজন গরিব লোক আরও গরিব হচ্ছিল। অপরদিকে প্রতি ৩০ ঘণ্টায় কেউ কেউ বলে যাচ্ছিল কোটিপতি।** এ যেন তেলের মাথায় তেল ঢালার মতো কারবার! কেন হচ্ছে এসব? এর গোমর ধরতে পারলেই আমাদের আলোচনা বুঝে আসবে। শুধুমাত্র ২০২১ সালে ফেইসবুকের নেট ইনকাম ছিল ৩৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা তাদের অফিশিয়াল ডেটা থেকে

---

[১] A new billionaire every 17 hours: Here are the most notable newcomers on Forbes' 2021 World's Billionaires list, *Forbes,* Apr 6, 2021

[২] ১০ লাখ ডলারের মালিক।

[৩] Millions become millionaires during Covid pandemic, *BBC,* 23 June 2021

[৪] Pandemic creates new billionaire every 30 hours, *Oxfam,* May 2022

বলছি।[১] আন-অফিশিয়াল হিসেব আমরা জানি না। এটা সে সময়কার কথা, যখন সাধারণ মানুষ লকডাউনের কারণে দুমুঠো ভাত জোগাতে পারছিল না। অনাহারে অপুষ্টিতে ভোগছিল লাখো জনতা। ওই সময়টাতে তাদের ইনকাম এত কিভাবে হলো? যখন আমি-আপনি জীবনে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম, তখন একজন লোক কী করে শত-কোটি ডলার ইনকাম করল? আজব না?

এর কারণ আমরা বলব। তার আগে বাইবেল থেকে একটা ঘটনা বলে নিই। লমূয়েল বাদশাহর মা বাথশিবা ছেলেকে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে নানান উপদেশ দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন: "হে লমূয়েল, দ্রাক্ষারস (wine) পান করা রাজাদের জন্য উপযুক্ত নয়, সুরাপানে আসক্ত হওয়া শাসকদের জন্য অনুচিত, পাছে তারা পান করেন ও ভুলে যান তারা কী আদেশ দিয়েছেন, ও সব নিপীড়িতকে তাদের অধিকার বঞ্চিত করে ছাড়েন। **সুরা তাদের জন্যই রাখা থাক যারা মরতে চলেছে, দ্রাক্ষারস তাদের জন্যই রাখা থাক যারা মনোবেদনায় ভুগছে! তারা পান করুক ও তাদের দারিদ্র ভুলে যাক ও তাদের দুর্দশা আর মনে না রাখুক।**"[২]

কত কৌশলী উপদেশ দিচ্ছেন মা। জনগণকে খাওয়াতে হবে মদ। যেন অ্যালকোহলে বুঁদ হয়ে থাকে বিষণ্ন-বিপর্যস্ত জনতা। এতে করে তারা নাকি দুঃখ-দারিদ্র আর দুর্দশা ভুলে থাকতে পারবে! দেখছেন কারবারটা! একদিকে রাজা মত্ত থাকবে জৌলুসে। অপরদিকে দুর্দশাগ্রস্থ প্রজার হাতে তুলে দেওয়া হবে মদের পেয়ালা! এই নিয়ে তারা দুঃখ ভোলার চেষ্টা করবে! ইকবাল ওদের গুমর ফাঁস করে বলেছিলেন:

میخانۂ یورپ کے دستور نرالے ہیں
لاتے ہیں سرُور اوّل، دیتے ہیں شراب آخر

ইউরোপের বিজনেস পলিসি বেশ খোল্লামখোল্লা,
প্রশান্তি কেড়ে নিয়ে ধরিয়ে দেয় মদের পেয়ালা।

তারা চায়, আমরা যেন নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকি। নিজের বিচার-বিবেচনা মিডিয়ার কাছে বন্ধক রাখি। ব্যস, ফেল্লাফতে। তাদের কার্যসিদ্ধি হতে আর কোনো বাধা নেই। একদিকে তারা অন্যায় অবিচার করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে, অন্যদিকে মিডিয়ার মাধ্যমে একেই প্রগতি বলে ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার

[১] Facebook Revenue and Usage Statistics, (Source: https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/)

[২] হিতোপদেশ (Proverbs), ৩১ : ৪-৭। (অনুবাদ : বাংলা সমকালীন সংস্করণ)

করবে। ওরা বলবে জিডিপির কথা। প্রতিশীল ভঙ্গিমায় বলবে, "শুনছো! এখন তোমার আর দরবেশ বাবার ইনকাম সমান। দুজনের মাথাপিছু আয় ২৭৯৩ মার্কিন ডলার।"[১] এই কথা মিডিয়ায় প্রচারিত হবে জোরশে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। বেশিরভাগ দরবেশ বাবাদেরই একাধিক মিডিয়া থাকে। এগুলোর মাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করে তারা। মাথাপিছু ইনকামের কথাও তাই ঘনঘন শোনা যায় খবরে। জনতা তখন বগল বাজিয়ে বিজয় উল্লাস করে! যাক বাপু, এতদিনে উন্নত হলুম!

পলিসি মেইকাররা চায়, আমরা যেন বিভিন্ন পেরেশানিতে জর্জরিত থাকি। এতে করে তারা সহজেই নিজেদের কূটকৌশল বাস্তয়াবন করতে পারবে। শাসকরা দুর্নীতির আখড়া গড়ে তুলবে উন্নয়ন প্রকল্পের আড়ালে। আর জনতা ব্রিজ-কালর্ভার্ট-ফ্লাইওভার-মেট্রো দেখে মনে করবে, আমরা অ্যামেরিকায় বাস করছি। এটাই ক্ষমতাবানরা ওরা চায়। বাইবেলও ঠিক তাই উপদেশ দিয়েছিল রাজাকে। মূলত এ কারণেই জনতার দুর্ভোগ কোনোদিন লাঘব হয় না। সহজ করে বললে—লাঘব হতে দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ জনতাই যদি নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে থাকে, তাহলে দেশের পলিসি নিয়ে মাথা ঘামাবে কখন! নুন আনতে পানতা ফুরিয়ে গেলে, তারা হাহুতাশ করবে। বিজনেস পলিসি নিয়ে ভাবার সময়ই পাবে না। আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম, চালের দাম তাদেরকে ব্যস্ত করে রাখবে জীবনভর। এটাই শাসকগোষ্ঠীরা চায়। দুনিয়ার তাবত সেক্যুলার নেতাদের একই খাসলত। এই জন্যেই তারা চায় না, আমার-আপনার জীবন স্ট্যাবল হোক। আমি আপনি পরিবার গঠন করে একটা দুর্গ রচনা করি, এটা তাদের অপছন্দের। আমরা টাকা ইনকাম করব, আর মজ-মাস্তি করে উড়াব—এটা খুব পছন্দ ওদের কাছে। আমরা টাকা উড়ালে সেটা কোনো-না-কোনো পুঁজিপতির উঠোনে গিয়েই জড়ো হবে। ওরা প্রত্যেকেই টাকা ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে নানান কায়দায়।

পরিবার-ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলে ওদের কী লাভ, এই পয়েন্টা একটু বিস্তারিত বলব। এটা বুঝে গেলে, বাদবাকি পয়েন্টগুলো আপনারাই ধরতে পারবেন ইন-শা-আল্লাহ। ধরুন, কোনো যুবক-যুবতীর বিয়ের বয়স হয়েছে। মানে তারা বালেগ হয়েছে। এখন যদি এরা বিয়ে না করে, তাহলে যৌনসুখ কিভাবে পূর্ণ করবে? দৈহিক ক্ষুধার মতো যৌনক্ষুধা মেটাবে কী দিয়ে? কয়েকটি উপায় হতে পারে :

☑ **১. পতিতালয় :** ইন্দোনেশিয়া যৌনব্যবসা দিয়ে আয় করে প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন

[১] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

ডলার।[১] যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবসা আরও বেশি সফল। ওদের বার্ষিক ইনকাম ২৯০ মিলিয়ন ডলার।[২] সর্বসাকুল্যে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের মতো ইনকাম হয় বিশ্বজুড়ে। এই দেহব্যবসা, পতিতাবৃত্তি ও যৌনসঙ্গী সাপ্লাই দেওয়ার মাধ্যমে।[৩]

☑ **২. গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড :** আমেরিকার একটি জরিপে দেখা যায়, গড়ে প্রায় ৫০-১০০ ডলার পর্যন্ত ব্যয় হয় এইসব বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচারের পেছনে।[৪] এইখানে আবার, মোবাইল কিনে দেওয়া, ফুল আদান-প্রদান, বিভিন্ন প্রসাধনী গিফট, মোবাইল ফোনে কথা বলা, অনলাইনে চ্যাট করা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া, ঘুরাঘুরি ইত্যাদি নানান বিজনেস জড়িত রয়েছে। আপনি নিজেও হয়তো দেখেছেন ছাত্রবয়সে, বা এখনো দেখছেন। যারা হারাম রিলেশনে জড়িত, তারা কী পরিমাণ টাকা শুধু কথাবার্তার পেছনে ঢালে। আর মাসে যদি একবার ডেটিং-এ যায়, তাহলে তো কথাই নেই। মান-সম্মান রক্ষার জন্যে হলেও হাজারের নিচে কেউ খরচ করে না। খেতে গেলে রেস্টুরেন্টের দামিদামি আইটেম অর্ডার দেয়। অন্তত যেন মান-সম্মান গচ্চা না যায়। এর বাইরে মেয়েদের প্রস্তুতি তো আছেই। বয়ফ্রেন্ডের মন কাড়ার জন্যে নিত্য-নতুন ফ্যাশন আর কসমেটিকস দরকার তাদের। এইখানেও রয়েছে বিশাল এক মার্কেট। নানান প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত যত্নের জন্যে গড়ে উঠেছে নানান প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে চলছে বিউটি পার্লারের রমরমা ব্যবসা। শুধুমাত্র ২০২৩ সালে এই বিউটি কেয়ার, কসমেটিকস ইত্যাদি সামগ্রীর ব্যবসা হয়েছিল ৬২৫.৭০ বিলিয়ন ডলার।[৫] বুঝতেই পারছেন, মার্কেট ভ্যালু কত বড়। কাজেই, প্রেমিক-প্রেমিকার কালচার শুধু একটা মডার্ন ট্রেন্ড নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে গ্লোবাল বিজনেস। গ্লোবাল মাফিয়া। এটা চালু রাখা মানে, শতশত বিজনেস সচল রাখা।

☑ **৩. সেক্স টয় :** যার প্রেমিকা নেই, যে পতিতালয়ে যায় না, সে ইউজ করে সেক্স টয়। বেশ ভালো বিজনেস করছে এই সেক্টর! ২০২০ সালে এই মার্কেটের আয় ছিল ৩৫.১ বিলিয়ন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ এটা ৫৪.৬

---

[১] Sex industry assuming massive proportions in Southeast Asia, *International Labour Organization*

[২] In-Depth Report Details Economics of Sex Trade, *The New York Times,* March 12, 2014

[৩] The Earning and Spending Habits of Male Sex Workers in Lima, *National Library of Medicine* Peru, 2018 Jan 24

[৪] How much to spend on your significant other during the holidays, based on how long you've been together, *Business Insider,* Dec 11, 2018

[৫] Beauty & Personal Care - Worldwide, *Statista,* Jan 2024

বিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকবে।[১] অনেকেই এইডসের ভয়ে পতিতালয়ে যায় না, ওরা তখন সেয টয়ের সাহায্য নেয়। আমেরিকান এডাল্টদের মাঝে সেক্স টয় এখন খুব জনপ্রিয়।[২]

☑ **৪. অনলাইন যৌন-বিনোদন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৫ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আদায় করে এডাল্ট কন্ট্যান্ট থেকে। এটা হলিউডের ইনকাম থেকেও বেশি। হলিউড বাৎসরিক আয় ১১.১ বিলিয়ন ডলার। আর নেটফ্লিক্সের ১১.৭ বিলিয়ন।[৩] সেখানে পর্ন ব্যবসায়ীরা আয় করে প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার।[৪] গ্লোবালি এদের বিজনেস ভলিউম ৯৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি।[৫] সবচেয়ে মজার কথা হলো ৬০% পর্ন ওয়েবসাইট হোস্টেট করা হয় মানবতাবাদী যুক্তরাষ্ট্র থেকে।[৬] এইসব এডাল্ট কন্ট্যান্ট দেখে মানুষ যৌনক্ষুধা মেটায়। লুকিয়ে লুকিয়ে হস্তমৈথুন করে।

☑ **৫. সমকামিতা :** ইদানীং কওমে লুতের এই বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। দুনিয়াব্যাপী এটাকে প্রমোট করা হচ্ছে জোরোসোরে। প্রতিটি দেশকে বাধ্য করা হচ্ছে সমকামী অধিকার বিল, ট্রান্সজেন্ডার বিল পাস করার জন্যে। এর পেছনে জড়িয়ে আছে লাখ লাখ ডলারের বিজনেস। সমকামী কিংবা ট্রান্স দম্পতি যখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছে, তখন শরণাপন্ন হচ্ছে সারোগেইট মাদারের। সারোগেইট মাদার বলতে ভাড়া করা মা বোঝায়। সন্তান-প্রত্যাশী ছেলে তার শুক্রাণু দেবে, আর সারোগেইট মাদার নিজের গর্ভে তা ধারণ করে বাচ্চার জন্ম দেবে। এভাবে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া চালাবে ভাড়া করা কজন নারী। এর বিনিময়ে মাসে মাসে তাকে ভাতা দিতে হবে। বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে এর পিছনে। বাচ্চা জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে প্রসব, এমনকি লালন-পালন পর্যন্ত করে দেয় ওরা। জর্জিয়াতে সারোগেসি প্রোগ্রামের খরচ ৪০ থেকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। মেক্সিকোতে ৭০ হাজার ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে এর খরচ ১২ লাখ ডলার পর্যন্ত ওঠানামা করে। গ্লোবালি এর ব্যবসা ১৪ বিলিয়ন ডলারের। ২০৩২ সালে

---

[১] Global Sex Toys Market Report 2022: Market to Reach $54.6 Billion by 2026, *Businesswire* January 17, 2022

[২] Size of the sex toy market worldwide from 2016 to 2030, *Statista,* Apr 17, 2023

[৩] John Naughton, The growth of internet porn tells us more about ourselves than technology, *The Guardian,* Dec 30, 2018

[৪] World's biggest entertainment industry, *Economic Times,* Jan 22, 2007

[৫] Pornography Industry Statistics https://blog.gitnux.com/pornography-industry-statistics/

[৬] 60% of Porn Websites Are Hosted in the United States, *Statista,* Aug 21, 2013

এটি ১২৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।[১] চিন্তা করতে পারছেন, কত বড় বিজনেস চলছে এই জন্মদানের আড়ালে? এখন বলা যায় সমকামী নারীর কথা। এইসব লেসবিয়ানদের জীবনে স্পার্ম ব্যাংক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওখান থেকে তারা পছন্দসই যুবকের শুক্রাণু সংগ্রহ করে গর্ভবতী হয়। ২০০৯ সালে স্পার্ম ব্যাংকের গ্লোবাল মার্কেট ভ্যালু ছিল ৪৭৪১.৫১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এখন এর চাহিদা ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৭ সাল নাগাদ এর গ্লোবাল ভ্যালু ৪৮৬০.৩৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকবে।[২]

এইসবের সাথে মেডিক্যাল বিজনেসের বেশ নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিকৃত যৌনাচারের মাধ্যমে বাড়ছে বিভিন্নযৌনরোগ। এই যৌনরোগকে ইংরেজিতে Sexually Transmitted Diseases বা STD নামে ডাকা হয়। এইডসের কথা তো আপনারা জানেনই। মরণঘাতি এই রোগের এখনো প্রতিশেধক আবিস্কৃত হয়নি। এই রোগের ভুক্তভোগী তারা, যারা বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত। একবার ৭৬৭ জন গে-কে নিয়ে একটি গবেষণা চালানো হলো। দেখা গেল, এদের মধ্যে ৪০% লোক এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত।[৩] এর বাইরে গনোরিয়া, সিফিলিস, জেনিটাল হারপিস, হেপাটাইটিস বি তো আছেই যোনরোগের তালিকায়। এসব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে সিফিলিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী সিফিলিসের ৭১ লক্ষ নতুন কেস ধরা পড়েছে। ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিফিলিসের কেস ৩২% বেড়ে গত ৭০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছেছে। এই রোগ কাদের মধ্যে বেশি ছড়াচ্ছে জানেন? সমকামীদের মধ্যে। আরও স্পেসিফিকলি বললে, গে-দের মধ্যে।[৪] ইউরোপে গনোরিয়ার হার সমকামী পুরুষদের মধ্যে বেশি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো মধ্যে প্রায় ৪৬৭২৮ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত। তাই ওরা এটাকে দেখছে যৌন-মহামারির পূর্ববর্তী ধাপ হিসেবে।[৫] আমেরিকার প্রতি পাঁচজনে একজন যৌনরোগে আক্রান্ত। এদের হেলথকেয়ারের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের গচ্ছা যাচ্ছে ১৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে কেবল এইডসের পেছনে খরচ হচ্ছে

---

[১] The commercial surrogacy industry is booming as demand for babies rises, *CNBC,* March 7, 2023

[২] Sperm Bank Market by Donor Type and Service Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2020-2027, *Allied market research,* April 2021

[৩] Mooij SH et al. Oral human papillomavirus infection in HIV-negative and HIV-infected men who have sex with men: the HIV & HPV in MSM (H2M) study. AIDS 27

[৪] বিবিসি, সারা বিশ্বে যৌন রোগ সিফিলিস কেন বাড়ছে, ১২ জুলাই ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/c512wyzwq8yo

[৫] Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, *European Centre for Disease Prevention and Control,* 8 Dec 2023

১৩.৭ বিলিয়ন ডলার। এটা তাদের ২০০৮ সালের অফিশিয়াল ডেটা।[১] শুধুমাত্র ২০২৩ সালে এই যৌনরোগের গ্লোবাল মার্কেট সাইজ হলো ১০০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২] চিন্তা করতে পারছেন, ভলিউম কত বিশাল? তার মানে, **বিকৃত যৌনাচার চালু রাখলে, শত বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা চালু থাকবে। যত মানুষ বিয়ে-বহির্ভূত মাধ্যমে জড়াবে, তত এগুলো বাড়বে। আর যত রোগ বাড়তে, তত টাকা।** অহ সরি, তত ডলার।

এ তো গেল বিয়ে না করেও যৌন-চাহিদা মেটানোর হিসাব। এখন ধরুন, যারা বিয়েতে অভ্যস্ত কিন্তু বাচ্চা নিতে চায় না। কিংবা স্থায়ী পরিবারের প্রতি তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। অথবা তারা কন্ট্রাক্ট ম্যারিজ করেছে। কিংবা লিভ টুগেদার করছে। এই শ্রেণীর নারী-পুরুষরা বাচ্চা নিতে আগ্রহী থাকে না। কারণ, পরিবার না থাকায় যে-কোনো সময় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অনেকেই আবার নতুন সঙ্গী পেলে পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। এই শ্রেণীর সবাই চায় যৌনতার নিরাপত্তা। মানে, যৌনসুখ মেটাবে, কিন্তু বাচ্চা জন্ম দেবে না। গর্ভধারণ থেকে নিরাপদ থাকবে। এদের জন্যে ব্যবসায়ীরা নিয়ে এসেছে নানান গর্ভনিরোধক সামগ্রী (Contraceptive)। যেমন : কন্ডম, পিল, জরায়ুর রিং, জন্মবিরতিকরণ ইঞ্জেকশন ইত্যাদি। এইসব গর্ভনিরোধক সামগ্রীর মার্কেট ভ্যালু ২০২২ সালে ছিল ২৮.৩ বিলিয়ন ডলার।[৩] ২০৩০ সালে এটা ৫০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।[৪] দেখেছেন, এইখানে কী পরিমাণ বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে?

এভাবে বললে তালিকা আরও লম্বা হতে থাকবে। আমি কথা সংক্ষেপ করছি। বিশ্ব-বেণিয়ারা কখনোই চায় না, আমরা একটি সুশৃঙ্খল পরিবার গঠন করি। বিয়ে করে পরিবার গঠন না করলে, এতগুলো বিজনেস সচল থাকবে। তাই ওরা চায় না বিয়ের ধারা জারি থাকুক। কিংবা বিয়ের মাধ্যমে মানুষ স্থায়ী পরিবার গঠন করুক। কিশোর-কিশোরী অবৈধভাবে রাত কাটাক, মজ-মাস্তি করুক, পিকনিকে যাক, বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বানাক—তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তারা আর্লি ম্যারিজের নাম নেওয়া মাত্রই পুরো গোষ্ঠীসুদ্ধ গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। এমন থেরাপি দেবে যে, জামাই বাবাজি বিয়ের নামটাই ভুলে যাবে!

---

[১] Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually Transmitted Infections in the United States https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/fact-sheets/std/STI-Incidence-Prevalence-Cost-Factsheet

[২] Global Sexually Transmitted Disease Market, June 2023, https://market.us/report/sexually-transmitted-disease-market/

[৩] Contraceptive Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, *Grand View Research,* 2022

[৪] Contraceptive Market by Product, *Allied Market Research,* March 2022

পত্রপত্রিকায় ওই তরুণকে নামিয়ে দেওয়া হবে ধর্ষকের কাতারে। যেন ভয়ানক কোনো অন্যায় করে ফেলছে বিয়ের কথা মুখে এনে! অল্প বয়সে পার্কের চিপায়-চাপায় পরনারীর সাথে শুয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কেন সে স্ত্রীর সাথে হালালভাবে শুতে চাইবে, এটাই তার মহা অপরাধ! ধর ব্যাটাকে!

A Nation of Bastards

বিশ্ববেণিয়াদের লালসার বলি হচ্ছে পুরো দুনিয়া। উন্নত বিশ্বও তাদের বরবাদি ঠেকাতে পারছে না। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা। বইয়ের শুরুতে জাপান নিয়ে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম আপনাদেরকে। এখন আরও কিছু পরিসংখ্যান দেখাচ্ছি।

☑ **যৌনরোগের মহামারি :** যৌনতার ঘোড়াকে লাগামহীন করে দেওয়া হয়েছে উন্নত বিশ্বে। ওদের কাছে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের মানদণ্ড হলো consent (সম্মতি)। সম্মতি থাকলেই শারীরিক সম্পর্ক বৈধ। এখন সেটা বিয়ের মাধ্যমে হোক, বা বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে। এই উগ্র যৌনতার কারণে ছড়িয়ে পড়ছে যৌনবাহিত রোগ (STD)। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লাখে প্রায় ২০ হাজার জন যৌনরোগে আক্রান্ত। রাশিয়াতে সংখ্যাটা ১৯ হাজারের বেশি। চায়নাতে ১৬,৯৯৮।[১] উন্নত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি STD'র সমস্যায় আছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতি লাখে ৫৫৩ জন করে যৌনরোগ নিয়ে ঘুরছে।[২] CDC'র দেওয়া তথমতে ২.৪ মিলিয়ন লোক প্রতি বছর নতুন করে যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।[৩] ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো মধ্যে প্রায় ৪৬৭২৮ জন লোক গনোরিয়াতে আক্রান্ত। সিফিলিসের রোগী রয়েছে ২৫২৭০ জন। যাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন হলো গে। এদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশই HIV পজিটিভ। তাই ওরা এটাকে দেখছে যৌন-মহামারির পূর্ববর্তী ধাপ হিসেবে।[৪]

☑ **সামাজিক সহিংসতা :** সাইবার ক্রাইম, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, সহিংসতা ইত্যাদি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে ফ্রি সেক্সের বিশ্বে। যার মূলে রয়েছে ভঙ্গুর পারিবারিক ব্যবস্থা। ছেলেপেলে মা-বাবার সংস্পর্শে নীতিনৈতিকতা শেখার সুযোগ পায় না। তারা বড় হয় জারজ হিসেবে নয়তো সরকারি-বেসরকারি

[১] STD Rates by Country, https://wisevoter.com/country-rankings/std-rates-by-country/#afghanistan

[২] STD Rates by Country 2024, *World Population Review*

[৩] These States Have the Highest and Lowest STD Rates, *Inner body,* Dec 13th, 2023

[৪] Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, *European Centre for Disease Prevention and Control,* 8 Dec 2023

বিভিন্ন চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। এই সন্তানগুলিই একসময় জড়িয়ে যায় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে। যুক্তরাষ্ট্রে তো দিনদুপুরে মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০২১ সালে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।[১] ২০২০-এ এর সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৫০০। এফবিআইয়ের প্রতিবেদন বলছে, ৭৭ শতাংশ মানুষ খুন হয়েছে বন্দুকের গুলিতে। এইসব ভায়োলেন্সের অন্যতম কারণ হলো হতাশা। করোনাকালে মানুষের হতাশা বেড়েছে। সে কারণেই অস্ত্র কেনা-বেচার পরিমাণ একদিকে যেমন বেড়েছে, তেমন বেড়েছে সহিংসতার হার। সেটাই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।[২] **এইসব হতাশার উৎস হলো লাগামহীন জীবন-যাপন।** যারা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নাম দিয়ে সহিংসতা কমাতে চায়, তাদের জন্যেও আছে দুঃসংবাদ। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাবমতে, রিলেশনে জড়িত প্রায় ২৭% নারী কোনো-না-কোনো ভাবে ভায়োলেন্সের শিকার।[৩]

☑ **জারজ সন্তান :** The University of Manchester এর একটি গবেষণা বলছে, ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা জারজ।[৪] ১৯৬০ সালের পর থেকে বিয়ের প্রবণতা ইউরোপে কমতে শুরু করে। ফলে বৃদ্ধি পায় অবৈধ যৌন-সম্পর্ক। দিনে দিনে অনেক জল গড়িয়ে যায়। এখন তারা পুরো একটা জেনারেশনকে বলছে—A Nation of Bastards। আয়ারল্যান্ডের সরকারি হিসাবমতে ৮০% শিশু জারজ হিসেবে জন্ম নেয়।[৫] আমেরিকাতে প্রতি তিন জনে একজন অবৈধ সন্তান।[৬]

☑ **জনসংখ্যার বিলুপ্তি :** সন্তান জন্মদানে অনীহা দেখা যাচ্ছে উন্নত বিশ্বে। যৌবনের মজমাস্তির সময়ে সন্তান জন্ম দেওয়াকে তারা দেখছে উটকো ঝামেলা হিসেবে। তাই দিন দিন ভয়ানক হারে কমছে জন্মহার। তাদের সরকাররাও বেশ চিন্তিত এটা নিয়ে। ফলে ঘোষণা করছে নানান অফার। দক্ষিণ কোরিয়া একটি শিশু জন্ম দেওয়ার জন্যে মায়েদের অফার করছে ১,৫১০ ডলার। দক্ষিণ কোরয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি বুসানে তিনটির অধিক

---

[১] https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D158;jsessionid=A7DC9135B0019CE13B7B7E8E3380

[২] নিউইয়র্কে গত বছর হত্যার শিকার ৫০০, প্রথম আলো, ০৮ অক্টোবর ২০২১

[৩] Violence against women, *WHO,* 9 March 2021

[৪] Over half of children in England and Wales now born to unmarried parents, *Manchester,* 25 August, 2022

[৫] Ari Klængur Jónsson, A Nation of Bastards?, *Springer,* 7 April, 2020

[৬] Percentage of Births to Unmarried Women, *Center for Equal Opportunity,* February 26, 2020

সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে ৭,৫৫২ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।[১] জাপানের টোকিও সিটিতে বাবা-মা পাচ্ছে ১,৭০০ ডলার। অন্যত্র ৯৪০ ডলার প্রথম বাচ্চা জন্মদানের ক্ষেত্রে, আর চতুর্থ সন্তান জন্ম দিলে পাওয়া যাবে এর দশগুণ—৯,৪০০ ডলার।[২] চীনের শেনযেন সিটিতে তিনটির বেশি বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্যে বাবা-মাকে অফার করা হচ্ছে ৮৯০ ডলার।[৩] সিংগাপুর বছরে ১.৩ বিলয়ন ডলার খরচ করছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়নের জন্যে।[৪] আর জাপানের কথা তো বইয়ের শুরুতেই বলেছি। তারা এখন বুড়োদের দেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

উন্নত বিশ্ব সামনের দিনগুলোতে যে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সেখানে বিয়ে ও পরিবার-ব্যবস্থা দিন দিন গুরুত্ব হারাচ্ছে। পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। আরও সুন্দর করে বললে, একেকটি পরিবার হলো রাষ্ট্র নামক ইমারতের এক-একটি ইট। পরিবার যদি ভঙ্গুর হয়ে যায়, তবে গোটা ইমারতটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি পরিবার-ব্যবস্থা উঠে যেতে থাকে বিভিন্ন স্থান থেকে, তবে তো দেয়ালের জায়গায় জায়গায় দেখা যাবে শূন্যতা। এ-রকম অসংখ্য শূন্যতার কারণে ইমারতের ভীত হয়ে উঠবে প্রচণ্ড দুর্বল। সামান্য ঝাঁকুনিতেই সে ধসে পড়বে। **তাই দেশকে বাঁচাতে হলে পশ্চিমের উচিত পরিবার-ব্যবস্থাকে মজবুত করা। আর সেই পরিবার নামক ঘরের চাবিকাঠি হলো বিয়ে।** বিয়ে আছে তো পরিবার আছে। বিয়ে নেই, পরিবারও নেই।

বলতে পারেন, লিভ টুগেদার বা লিভ ইনের মাধ্যমেও তো পরিবার গঠন করা যায়। বিয়ের দরকার কী? আমি বলি, মদ খেয়েও তো তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়, পানির দরকার কী?

☑ প্রথমত, লিভ টুগেদার হারাম। কাজেই, এটি কখনোই পজিটিভ ফিডব্যাক দিতে পারবে না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সেটা অবশ্যই মানবজাতির জন্যে ক্ষতিকর। হালাল হলো আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা। আর এই সীমারেখা লঙ্ঘন করলে শাস্তি অবধারিত।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে

[১] South Korea has so few babies it is offering new parents $10,500, *Al jazeera* 12 Apr 2023

[২] The Government Will Pay You to Have Babies in These Countries, *Money,* Oct 28, 2019

[৩] How China is seeking to boost its falling birth rate, *Reuters,* January 18, 2023

[৪] Child policies across the world: From restrictions to incentives, *Economic Times,* Apr 16, 2017

> **আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালিম।"[১]**

☑ দ্বিতীয়ত, বিয়ের মাধ্যমে যেমন দায়িত্ববোধের জন্ম হয়, সেটা কখনো লিভ টুগেদারের মাধ্যমে তৈরি হবে না। কারণ, বিয়ের মধ্য দিয়ে এক ঐশ্বরিক ভালোবাসার জন্ম হয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। আর সেটা আসে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

> **আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[২]**

আয়াতটি খেয়াল করুন। এখানে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পবিত্র ভালোবাসা তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া উপহার। তিনিই এটা সৃষ্টি করে দেন। আর আল্লাহ তাআলা কখনোই হারাম রিলেশনশিপের মধ্যে এটা দেন না। গার্লফ্রেন্ড, রক্ষিতা, প্রেমিকা ইত্যাদি সম্পর্কের মাধ্যমে এই প্রশান্তিকর ভালোবাসা আসবে না। নবি কারীম ﷺ বলেছেন,

> **"বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক যে আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসা, তা তুমি অন্য দুজনের মাঝে দেখতে পাবে না।"[৩]**

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সাময়িক পাগলামি থাকতে পারে। কিন্তু মোহ কেটে গেলে সেটা আর থাকে না। লিভ টুগেদার কিংবা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড কালচার কখনোই দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে না। উল্টো জীবনকে করে তোলে বিষাদময়। আধুনিক জেনারেশন যেটাকে প্যারা বলে ডাকে। এর ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায় নারীরা। কখন জানি তার পার্টনার তাকে ছেড়ে চলে যায়! আর যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে, তবে তো দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না! কখন জানি তার সন্তান পিতৃপরিচয়হীন হয়ে পড়ে! বইয়ের শুরুতে ক্যামব্রিজ গ্রাজুয়েট ও সাইকোলজিস্ট ড. আবদুল্লাহ আল খাতিরের কথা বলেছিলাম। তাঁর স্মৃতিকথায় আমরা আরও কিছু বাস্তব নজির খুঁজে পাব :

"ব্রিটেনে যখন আসি, তখন প্রথম প্রথম খুব অবাক লাগত যে, নারীরা

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২২৯।

[২] সূরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

[৩] ইবনু মাজাহ ১৮৪৭, সহীহাহ্ ৬২৪, সহীহ আল জামি' ৫২০০।

পুরুষের ব্যয়ভার বহন করে! যখন ট্রেনে উঠতাম, কোনো হোটেলে যেতাম, সচরাচরই এ ধরনের দৃশ্য দেখতে পেতাম! পশ্চিমাদের অভিধানে মহানুভবতা বলতে যেন কোনো শব্দ নেই। কিছু দিন পর এ আশ্চর্যবোধটা কেটে গেল। অনেক রোগীদের কথা শুনে আমি এর বাহ্যিক কারণগুলো সম্পর্কেও অবহিত হলাম। আমি তাদের কথায় বুঝলাম যে, এখানে পুরুষরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। তারা যেটা পছন্দ করে—**পশ্চিমা ভাষায় যাকে বলে 'গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক'!** অথচ বন্ধুত্বের কোনো সত্যতার ছাপ তাদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

"তাদের রীতিতে—বন্ধু-বান্ধবী মানে তারা এক সাথে অবস্থান করতেই পারে। বন্ধু-বান্ধবী একসাথে কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরও থাকতে পারে। **এতে করে পুরুষকে নারীর জন্য খরচ করতে হয় না, বরং অধিকাংশ সময় নারীরাই পুরুষের ব্যয়ভার বহন করে। কেননা নারীরা ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন জানি তার পুরুষ সঙ্গীটি তার বাড়ী ছেড়ে চলে যায় (যদি ঘরটি নারী সঙ্গীর হয়); কিংবা কখন যেন তার পুরুষ সঙ্গীটি তাকে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে (যদি ঘরটি পুরুষ সঙ্গীর হয়)। এ জন্য পাশ্চাত্যে নারীরা চিন্তা, পেরেশানি ও ভীতির মাঝে থাকে। সে ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন যেন তার পুরুষ বন্ধুটি অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করে তাকে ছেড়ে দেয়... নারী ভয়ে ভয়ে থাকে, হয়তো তখন সে আর নতুন কাউকে খুঁজে পাবে না...**

"মনোরোগের চিকিৎসা সেবায় আমি এক নারীকে দেখেছি, তার বয়স হবে বিশের ঘরে। তার খুব ভয়াবহ অবস্থা ছিল। কিছু দিন চিকিৎসা চলার পর সে কিছুটা ভালো অনুভব করে। এখন সে অনেকটাই স্বাভাবিক আছে। আমি তাকে তার হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে বলল, আমার একটাই সমস্যা, আমাকে সবসময় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির মধ্য দিয়ে দিন থাকতে হয়—**কখন জানি আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে ছেড়ে চলে যায়! আমি বিয়ের জন্য জোরাজুরিও করতে পারছি না, হিতে বিপরীত হয় কি না, এই ভয়ে।** অনেকে আমাকে বলেছে—তোমরা সন্তান গ্রহণ করো, হয়তো এই সন্তানের জন্য হলেও সে তোমাকে বিয়ে করবে। এই-যে সন্তান দেখতে পাচ্ছেন এটি তার! আপনি দেখছেন, আমার সৌন্দর্যেরও কোনো কমতি নেই। আমি তাকে এভাবে ওভাবে সেভাবে... কতভাবে বিয়েতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছি! সেবাযত্ন, অর্থবিত্ত, কোনো কিছুতেই ঘাটতি রাখিনি! কিন্তু সে রাজি হয় না... এটাই আমার মানসিক রোগ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির সুপ্ত কারণ। আমার কাছে মনে হয়, আমি যেন এই সমাজে একা! আমার কোনো স্বামী নেই, সঙ্গী নেই, জীবনকে আনন্দঘন করতে যে কিনা আমাকে সাহায্য করবে! আমার পরিবার

আছে, কিন্তু তাদের থাকা না-থাকা সমান। আহ! আমার যদি এই সন্তানটাও না থাকত! আমি চাই না, তার জীবনটাও আমার মতো কষ্ট সয়ে সয়ে দুর্ভাগা হোক।"[১]

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনেক বড় একটা মেসেজ দিয়ে গেল আমাদেরকে। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাদের জেনারেশন। সম্পর্ক টিকবে কি না, এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে নারীসমাজ! টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আটকে রাখা যাচ্ছে না পার্টনারদের। একদিন ঠিকই তারা চলে যায়। উষ্ণতা খোঁজে নেয় অন্যকোনো গার্লফ্রেন্ডের বেডে। আসলে যে ছেলেটা এসেইছিল মজমাস্তির জন্যে, সে কেন এক নারীতে সীমাবদ্ধ থাকবে? সে তো তার কামনা পূর্ণ করে চলে যাবেই। আরও সুন্দরী, আরও রুপবতী, আরও উর্বষীর খোঁজ সে করবেই। টাকা ঢাললেই যে দেশের বিছানায় ষোড়শী চলে আসে, সে দেশের পুরুষরা কেন একজনের সাথে লিভ টুগেদার করে ক্ষান্ত থাকবে? কেন একজনের দায়িত্ব আজীবনের জন্যে কাঁধে তুলে নেবে?

অপরদিকে যে দেশের নারীরা তার লাইফ পার্টনার নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে—সে কোন দুঃখে সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহ দেখাবে? শত ভয়, শঙ্কা, হতাশা তাকে ভুলিয়ে দেবে মাতৃত্বের কথা। আর যদি মজমাস্তির ভূত দ্বারা আক্রান্ত রমণী হয়, তবে তো যৌবনের দামি সময়গুলো সে বাচ্চাকাচ্চা জন্ম দিয়ে নষ্ট (!) করতে চাইবে না! সেও খুঁজবে সিক্স-প্যাকের টাকাওয়ালা কোনো বিকল্প। মুনিয়ার মতো সেও হতে চাইবে কোনো শিল্পপতির রক্ষিতা! রক্ষিতা হলে যে মিডিল ক্লাসের মেয়ে হয়েও থাকা যায় গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায়![২] কিন্তু স্ত্রী হলে তো সংসারের ঘানি টানতে হয় পুরোটা জীবন! কী দরকার এসব উটকো ঝামেলার! বিয়ে নামক সেকেলে ধারণা তালাক দিয়ে আল্ট্রা মডার্ন হতে চাই আমরা! পারলে ঠেকাও আমাদের!

আমাদের ঠেকাতে হবে না মশাই! তোমাদের পিঠ অটোমেটিক দেয়ালে ঠেকে যাবে। তখন ঠিকই আবার ব্যাক গিয়ারে চলে আসবে। তোমাদের স্বপ্নের আলট্রা মডার্ন দেশের জনসংখ্যা যে আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে, সেই খেয়াল আছে? সরকার পুরস্কার ঘোষণা করছে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। একদিকে চুরির কাজ আইনগতভাবে বৈধ থাকবে, অপরদিকে চুরি না করার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে—তাতে কি অপরাধ বন্ধ হবে? অবৈধ যৌন-সম্পর্কের রাস্তা খুলে দিলে কয়জন সেক্যুলার মানুষ পারিবারিক ঝামেলায় জড়াতে চাইবে?

---

[১] ড. আবদুল্লাহ আল-খাতির, পশ্চিমা নারীদের আর্তনাদ, পৃ. ১৩-১৫।

[২] 'মুনিয়া-আনভীর দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, যা হয়েছে স্বেচ্ছায় হয়েছে', *বেঙ্গলি টাইমস,* অক্টোবর ১৯, ২০২২

ধর্মহীন কোন ব্যক্তি নিজের ঘাড়ে নিতে চাইবে স্ত্রী-সন্তান লালন-পালনের ভার? যেখানকার কালচারই হলো যৌবনকে এনজয় করা, সেখানকার নারী-পুরুষ কেন মিছেমিছি সন্তান জন্ম দেওয়ার পেছনে দশটা মাস সময় নষ্ট করবে?! খুব বাচ্চার ইচ্ছে করলে স্পার্ম ব্যাংক আর সেরোগেটিভ মাদার তো আছেই! তাছাড়া বেলুন দুর্ঘটনার মাধ্যমেও তো কিছু সন্তান আসছে!

Welcome, A Nation of Bastards!

শতভাগ জরুরি

ফিতরাতের চাওয়া-পাওয়া

২০২১ সালে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চগুলোতে একটি জরিপ চালানো হয়। জরিপের ফলাফল যখন হাতে আসে, তখন সবার চোখ ছানাবড়া। ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ অবধি, প্রায় তিন লাখ তিরিশ হাজার শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে গির্জাতে। এইসব অপরাধ করেছে পাদরি, নান ও গির্জার পুরহিতরা।[১] চিন্তা করা যায়? বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেদের ব্যবহার করে যৌন-লালসা মিটিয়েছে ধর্ম-যাযকরা!

কী লাভ হলো বৈরাগ্যবাদের সবক দিয়ে? শেষমেশ ফিতরাতের চাহিদা পূর্ণ করার জন্যে মনগড়া সেই বিধানকেই তো লঙ্ঘন করতে হলো। কী এমন ক্ষতি হতো, যদি তোমরা হালাল পন্থাটা বেছে নিতে? যদি বিয়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা পূর্ণ করতে? তোমরা যে বৈরাগ্যবাদের কথা বলো, আল্লাহ তাআলা কি এটা তোমাদের ওপর ফরজ করেছিলেন?

না, করেননি। আসমানি কিতাবে এই ব্যাপারে কোনো নির্দেশ ছিল না। ওরা নিজেরাই এই বিধান আবশ্যক করে নিয়েছে। দীনদারির মাপকাঠি বানিয়েছে জীবনভর চিরকুমার থাকাকে। সংসার ত্যাগ করে নিজেদের পণ্ডিতি জাহির করতে চেয়েছে। একই পথে হেঁটেছে গৌতম বুদ্ধের অনুসারী ভিক্ষু ও হিন্দুদের কাপালিক সাধুরা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারাই বৈরাগ্যবাদের প্রবর্তন করেছিল।

[১] About 333,000 children were abused within France's Catholic Church, *National Public Radio* October 5, 2021

করার নামই বাহাদুরি। সাহাবি আবু যর ﵁-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবি কারীম ﷺ বলেছেন,

> **"তোমার জন্য আবশ্যক হলো জিহাদ করা। কেননা জিহাদই হলো এই উম্মাতের বৈরাগ্যবাদ।"[১]**

পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হওয়ার মধ্যেই তৃপ্তি। পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? সে জন্যেই তো প্রতিকূল পথ পাড়ি দেওয়ার মতো কাফেলা তৈরি করে ইসলাম। এমন মুজাহিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখায়, যে ঘর-সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে।[২] ইসলাম তার অনুসারীদের সেন্ট পলের মতো নারীদের থেকে পালিয়ে বেড়ানোর শিক্ষা দেয় না। সংসারত্যাগী হতে বলে না গৌতম বুদ্ধের মতো। অঘোরি কাপালিকদের মতো ন্যাংটো হয়ে মহাপুরুষ সাজার ধারণাও প্রদান করে না। ইসলাম এই দুনিয়া ও ঘর-সংসারের মধ্যে থেকেই কামালিয়াত অর্জনের পথ দেখিয়ে দেয়। **সেই ব্যক্তির জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা ঘোষণা করে, যে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করে। আবার ওই ব্যক্তির জন্যেও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, যে তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়।** রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> **"যে লোক নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক নিজের দীনকে হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ। যে লোক নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ।"[৩]**

ইসলাম এমন বীরপুরুষ তৈরি করে, যারা সংসারের বিশাল দায়িত্ব দেখে কখনোই পিছু হটে না। সবকিছু জেনে-বুঝেই দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ, তারা জানে—এই সাংসারিক দায়িত্ব বেহুদা কোনো কর্ম নয়। এর মধ্যেও রয়েছে বিশাল সওয়াব অর্জনের পথ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> **"কোনো মুসলিম যখন সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, এ খরচ তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়।"[৪]**

পরিবার-পরিজনের জন্যে উপার্জন করাটা কোনো বেকার খাটুনি নয়। এর

---

[১] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/১৬৬-১৬৮; তাবারানি, আল-কাবীর, ১৬৫১।

[২] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত।" [বুখারি, ২৮৮৬-৮৭]

[৩] তিরিমিযি, ১৪২১; আবু দাউদ, ৪৭৭২; নাসায়ী ৪০৯৫; সহীহ আল জামি, ৬৪৪৫।

[৪] বুখারি, ৫৩৫১; মুসলিম, ১০০২; নাসায়ী ২৫৪৫।

জন্যে রয়েছে অফুরন্ত সওয়াব। ব্যাপারটা হয়তো অবাক-করা মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব। উম্মু সালামাহ ﵂ একদিন কৌতূহল নিয়ে জিগেস বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপন ছেলেদের জন্য খরচ করলে কি কোনো সওয়াব হবে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন : 'ওদের জন্যে খরচ করো। ওদের জন্যে যা খরচ করবে, তার বিনিময়ে সওয়াব পাবে।'[১]

একজন বাবা যে পরিবারের জিম্মাদারি পালন করবে, এর বিনিময়ে সে অবশ্যই সওয়াব পাবে। এমনকি সেটা যদি তার স্ত্রী-পুত্রে-কন্যার জন্যেও হয়। শুধু গরিব-মিসকিনদের দান করার নাম সদাকা নয়। **নিজের অধীনস্থ মানুষের জন্যে খরচ করাটাও সদাকা। মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ দেওয়াও সদাকা। তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়াও সদাকা।**[২] এগুলো ছোটখাটো কোনো দায়িত্ব নয়। বরং সংসারের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে খরচ করা অতি উত্তম কাজ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> **"কোনো একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছো, একটি দিনার তুমি ব্যয় করেছো ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্যে, একটি দিনার সদকা করেছো মিসকিনের জন্যে এবং একটি দিনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছো। এর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোত্তম হলো সেটি, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্যে খরচ করেছো।"**[৩]

আরও একটা হাদিস উল্লেখ করছি। হাসিদটি শুধু আমাকে নয়, সাহাবায়ে কেরামকেও অবাক করে দিয়েছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন, 'প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেওয়া হচ্ছে সদাকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে সদাকা। আর তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদাকা।'

এই কথা শুনে সাহাবিরা বিস্ময় নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজের স্ত্রী-সম্ভোগ করলেও সওয়াব হবে!' আল্লাহর নবি ﷺ সরাসরি উত্তর না দিয়ে উপমা সহকারে বললেন, 'আচ্ছা, বলো তো দেখি—যদি কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটায় বা যিনা করে, তাহলে কি সে গুনাহের ভাগীদার হবে না? সুতরাং এই কাজ যখন সে বৈধভাবে করবে, এর জন্যে

---

[১] বুখারি, ১৪৬৭; মুসলিম ১০০১।

[২] বুখারি, ২৫৯১।

[৩] মুসলিম, ৯৯৫; মুসনাদে আহমাদ, ১০১৭৪।

অবশ্যই সওয়াব পাবে।'[১]

সুবহানাল্লাহ! কত বিস্ময়কর এক হাদিস! কত চমৎকার এক হাদিস। কোনো বান্দা তার **শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্যে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলেও সওয়াব পাবে। কিয়ামতের দিন এর বিনিময় পাবে।** বিয়ে ছাড়া এই সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে! প্রিয় পাঠক! একটু খেয়াল করুন! অন্যান্য ইবাদত পালন করতে গেলে লৌকিকতা আসার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় অলসতাও চলে আসে ইবাদত করতে করতে। কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার সময় কি কেউ অলস থাকে? না। শরীর তখন চাঙা হয়ে যায় পুরোদমে। আর এই ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয় একেবারে সঙ্গোপনে। তাহলে এই ইবাদত কতই-না সহজ আমাদের জন্যে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কত দয়া দেখুন। আমরা নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর বিনিময়েও সওয়াব নিতে পারব তাঁর রহমতের ভাণ্ডার থেকে। কারণ, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে অবৈধ রাস্তায় নিজেদের কামনা পূর্ণ করছি না। আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বিধান মেনে নিয়ে, বিয়ের মাধ্যমে একজন নারীর কাছাকাছি হচ্ছি।

ইসলাম কতই-না সুন্দর! কতই-না সহজ-সরল এক দীন। একদিকে ফিতরাতের চাহিদাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরদিকে সেটা পূর্ণ করার জন্যে পুরুস্কারও ঘোষণা করছে। শুধু এটাই না, আরও সুসংবাদ রয়েছে। জীবনে যদি টানাপোড়েন থাকে, অভাব-অনটন থাকে, তবে সেটাও কেটে যেতে পারে বিয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۲﴾

> **"আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ সম্পাদন করো। তারা অভাবগ্রস্ত হলে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।"[২]**

আজকাল অনেকেই দেখি বিয়ে ও পরিবারকে ঝামেলার বিষয় মনে করে। প্রিয় ভাই! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার কোনো উটকো ঝামেলার নাম নয়। এটা সওয়াব অর্জনের পথ। এগুলো পরীক্ষার বস্তু। আর পরীক্ষায় পাশ করলে বিশাল সওয়াব অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। বড় বড় সাহাবিদের কেউই একে ঝামেলা মনে করে দূরে থাকেননি। তাঁরা বিয়ে করেছেন, পরিবার গঠন করেছেন,

[১] মুসলিম, ১০০৬।

[২] সূরা নূর, ২৪ : ৩২।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। নারী সাহাবিরাও কুমারী বা বিধবা অবস্থায় দিন যাপন করেননি। ইসলামি রাষ্ট্রে তাঁদের জন্যেও ছিল সহজ বিয়ের বন্দোবস্ত। বিয়ের মাধ্যমেই তাঁরা রচনা করেছেন এক পূত-পবিত্র সমাজ। বিয়ে সহজ হওয়ার কারণেই যিনা-ব্যভিচার কঠিন হয়ে পড়েছিল তখনকার দিনে। আজকে বিয়েকে কঠিন করার কারণে, কলুষতায় ছেয়ে গেছে পুরো দুনিয়া। হালাল পথটা অবরুদ্ধ করে দিলে, হারাম এমনিতেই সহজলভ্য হয়ে যায়।

যৌনতা আমাদের ফিতরাতের অংশ। বালেগ হওয়ার পর থেকেই এটা তীব্রভাবে জন্ম নেয়, আস্তে আস্তে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়টা মানুষ বিয়ে করতে না পারলে কী করে? গোপন গোনাহ করে। ইতিপূর্বে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এইখানে শুধু একটার কথা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি।

অবিবাহিতদের কমন একটা গোনাহ হলো হস্তমৈথুন। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ৭৮% এডাল্ট এই গোনাহের সাথে জড়িত। তবে পুরুষদের মধ্যে এর হার সবচেয়ে বেশি। ব্রিটেনে ৯৬%, জার্মানিতে ৯৩% এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯২% পুরুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। আর মেয়েদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৭৮%, ৭৬% এবং ৭৬%। গড়ে ১৫ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এই পাপাচার।[১] ৪৪ বছর পর্যন্ত এর ধারা তীব্র থাকে। এরপর আস্তে আস্তে কমে যায়।[২] National Survey of Sexual Health and Behavior থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। ওই সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, হস্তমৈথুনের ক্ষেত্রে অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলারা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। নিচে ছক আকারে তা দেখানো হলো[৩]:

অবস্থা	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
সিঙ্গেল	৭২.৭	৪৩.৬
ডেটিং এ থাকলে	৬৯.৮	৬৯.৭
রিলেশনশিপ চলাকালীন	৭০.০	৫৯.৫

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই গোনাহ আজকাল ডালভাত হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্রতিটি ঘরে ঘরে এটা হচ্ছে। এমনকি অনেক মহিলারাও এতে

[১] https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-largest-masturbation-survey-uncovers-how-traditional-views-of-masculinity-prevent-men-from-having-fulfilling-sex-lives

[২] Gerressu, M.; Mercer, C.H.; Graham, C.A.; Wellings, K.; Johnson, A.M. Prevalence of masturbation and associated factors in a british national probability survey. Arch. Sex. Behav. 2007, 37, 266–278.

[৩] Do Single People Masturbate More?, *Five thirty eight,* Jun 6, 2014

লিপ্ত। আরও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পর্নোগ্রাফির মতো ব্যাধিও সহজলভ্য হয়ে গেছে আমাদের সমাজে। আগে তো কম্পিউটারের দোকান থেকে মানুষ ওসব ভরে নিয়ে আসত। এখন হাতে হাতে অ্যানড্রয়েট, ঘরে ঘরে ওয়াফাই! এক ক্লিকেই মানুষ ঢুকে যাচ্ছে নীল জগতে। এমনকি অনেক লেবাসধারী মুসুল্লিরাও এতে জড়িত। এইসব গোপন পাপের অন্যতম কারণ হলো হালাল পন্থায় চাহিদা পূরণ করার সুযোগ না থাকা। এই জন্যে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে যৌনক্ষুধা মেটায় তরুণ-তরুণীরা।

একটা হাদিস বলি। আশা করি এতে টনক নড়বে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাওবান ﷺ। নবি ﷺ একদিন সাহাবিদের বললেন, 'আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।' সাওবান ﷺ তখন জিগেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের জানিয়ে দিন। যাতে অজ্ঞাতসারেও আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।' জবাবে নবি ﷺ বললেন, 'তারা তোমাদেরই জ্ঞাতিভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ের লোক। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। **কিন্তু একান্ত গোপন অবস্থায় আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।**'[১]

একান্ত গোপন গোনাহ কী কী হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। তবে একটা জিনিস খোলাসা করতে চাই এখানে। অনেকেই মনে করে, যিনা-ব্যভিচার বুঝি কেবল লিঙ্গ ব্যবহার করেই সম্পন্ন করা যায়। না, এটা ভুল ধারণা। লিঙ্গের ব্যবহার হলো যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর বাইরেও যিনা হতে পারে। চোখ, কান, মুখ, হৃদয়—প্রতিটি অঙ্গের জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বিধান। নবি ﷺ বলেন,

> **"দু-চোখের ব্যভিচার হলো (হারাম দিকে) তাকানো, দু-কানের ব্যভিচার হলো (অশ্লীল জিনিস) শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (অশ্লীল) কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো (হারাম পথে) হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।"[২]**

পরনারীর সাথে খুশগল্প করা, চ্যাটিং করা, ডেটিং-এ যাওয়া, আলিঙ্গন করা, কল্পনায় রঙিন স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি সবই যিনা। লজ্জাস্থান তো কেবল বাস্তবায়নের

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, ৫০৫।

[২] মুসলিম, ২৬৫৭।

কাজে জড়িত। কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সেটার ট্রিগার চাপার কাজ করে। সেই জন্যে ওইসব অঙ্গেরও আলাদা আলাদা যিনা রয়েছে। আজকাল মানুষ এইসব পাপকে যিনাই মনে করে না। যাস্ট ফ্রেন্ড নাম দিয়ে মাখামাখি করে বিপরীত লিঙ্গের সাথে। সহপাঠিরা একত্রে ট্যুরে যায় বন-জঙ্গলে। রিসোর্টে একসাথে রাত কাটায়। দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডাবাজি করে। অনলাইনে-অফলাইনে মেয়েদের কণ্ঠ, ছবি, ভিডিও, চটির মাধ্যমে যৌন তৃষ্ণা মেটায়। এগুলো সবই যিনা। এইসব থেকেও বাঁচতে হবে আমাদের।

কিন্তু আমাদের সমাজটা যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে ভরা। রাস্তার বিলবোর্ড, ইউটিউবের অ্যাড, খবরের কাগজ, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম—সব জায়গায় যৌনতার ছড়াছড়ি। এই সময়ে কিভাবে বাঁচাব নিজেদের? না চাইলেও তো চোখ পড়ে যায় ওসব! ওয়াজ শুনতে গেলেও এড চলে আসে। রাস্তাঘাটে তো চলাই দায়! ভার্সিটিগুলো অশ্লীলতার ফ্যাক্টরি! কর্মস্থলেও নারীর ফিতনা! এখন করবটা কী? বাঁচার রাস্তা কী? উপায় বাতলে দিচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবি ﷺ :

> **"কোনো (বেগানা) নারী দেখে মনে কিছু উদয় হলে, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়। এতে তার মনে যা আছে, তা দূর হয়ে যাবে।"**[১]

কাজেই, সমাধান হলো স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়া। মনে কোনো খারাপ ধারণা এলে, একান্তে চলে যান। নিজের হালাল চাহিদা স্ত্রীর সাথে পূর্ণ করুন। আর এ কথা তো সবার জানা, কোনো নারীকে হালালভাবে পেতে চাইলে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। বিয়েটাই হলো যিনা-ব্যভিচার থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। এই জন্যেই নবি ﷺ তাগিদ দিয়ে বলেছেন,

> **"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"**[২]

এই ফিতনার জামানায় অবিবাহিত যুবকের যিনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই সামর্থ্য অর্জন হলেই বিয়ে করে নিন। বিয়ের মাধ্যমে ফিতরাতের চাহিদা পূর্ণ করুন। সামর্থ্য থাকলে একাধিক বিয়ে করুন। ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে। আর ক্ষমতা না থাকলে নিয়মিত রোজা রাখুন।[৩] কিন্তু

---

[১] মুসলিম, ১৪০৩।

[২] বুখারি, ৫০৬৬, মুসলিম, ১৪০০; নাসায়ী, ৩২১০; তিরমিযি, ১০৮১।

[৩] নবি ﷺ বলেন, "যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার যৌনতাকে দমন করবে।" [বুখারি, ৫০৬৬]

হারাম পথ বেছে নেওয়া যাওয়া যাবে না। বালিশ-বিছানার সাথে ঘষাঘষি করে নিজের চাহিদা মেটানোর কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখবেন: 'শিল পাটায় ঘষাঘষি, মরিচের কাম শেষ।'

আধুনিক শিক্ষিতদের অনেককেই দেখি বিয়ের ব্যাপারে অনীহা লালন করে। ক্যারিয়ারের পূজা করতে করতে তাদের যৌবন চলে যায়। ওদিকে সমানতালে চলতে থাকে গোপন গোনাহের চক্র। তবুও তারা লাগাম টেনে ধরে না। দুহাতে টাকা উড়ায়, ডজনখানিক প্রেম করে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মজ-মাস্তি করে... কিন্তু বিয়ের নামও মুখে আনে না। এটা কি কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে?

ইসলাম একদিকে স্ত্রীর সাথে মেলামেশার মাধ্যমে অশেষ সওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়েছে। অপরদিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে গোপন গোনাহের ব্যাপারে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার—আপনি কোনটা বেছে নেবেন! তবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, "যদি এক রাত পরেই পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, তবুও আমি পছন্দ করি, ওই একটি মাত্র রাতেও আমার সাথে আমার স্ত্রী থাকুক।"[১]

উপকারের শেষ নেই

যুগটাই এমন। এখন মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চায়। বাস্তব উদাহরণ চায়। অবশ্য এটা দোষের কিছু না। কিন্তু ঈমানদারের প্রথম কাজ হলো নিঃশর্ত আনুগত্য। এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা পূর্ণ করার পর আপনি বাস্তব প্রমাণ খুঁজতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ খুঁজে না পেলেও আল্লাহর বিধান মেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শরিয়ত এসেছেই মানুষের উপকারের জন্যে। এর প্রতিটি বিধান মানবজাতির জন্যে কল্যাণকর। চাই সেটা আমদের বুঝে আসুক, বা না-আসুক। বিয়েটাও তেমন। এর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ। ইতিমধ্যেই আমরা বৈজ্ঞানিক কিছু প্রমাণ দেখিয়েছি। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য এইখানে উল্লেখ করব ইন-শা-আল্লাহ।

☑ মুসলিম গবেষকগণ বলেন, বীর্যকে হালাল পথে নির্গমনের সুযোগ দেওয়া উচিত। স্বপ্নদোষের মাধ্যমে এটা কিছু পূর্ণ হয় বটে। কিন্তু দীর্ঘদিন এটা জমিয়ে রাখলে, তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ﵀ বলেন, "জেনে রাখো, শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব প্রবল হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়।" একই

[১] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ৪/১২৮।

কথা বলেছেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নফিসি ﵀।[১] বিয়ের মাধ্যমে শুক্রাণু তার যথাস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ লাগ করে। এতে করে মস্তিষ্কের ওপর চাপ কমে যায়। ব্রেইন ফ্রেশ থাকে।

- ☑ সাইয়্যিদ কুতুব ﵀ বলেন, "প্রাণীগজতের জন্ম ও বিকাশে নারী-পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সহজাত ও মজ্জাগত। কেননা আল্লাহ তাআলা এ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ও মানুষের খেলাফত বাস্তবায়িত করেছেন। নর-নারীর এই পারস্পরিক টান ও আকর্ষণ একটা স্থায়ী জিনিস। স্বাভাবিকভাবে তা কখনো উত্তেজিত এবং কখনো প্রশমিত হয়ে থাকে। তাকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করতে থাকলে তার তেজ ও তীব্রতা বাড়তেই থাকে। তখন তাকে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে প্রশান্তি-লাভের দিকে ঠেলে দিতে হয়। কিন্তু সেই মিলন যখন সম্ভব না হয়, তখন উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এটা একটা সার্বক্ষণিক নির্যাতনে পর্যবসিত হয়।"[২] তার মানে, অবসাদ দূর করার একটা কার্যকরী উপায় হলো স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া।
- ☑ অবসাদ এবং মানসিক রোগ অববাহিতদের মধ্যে খুবই বেশি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাব-মতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষ মানসিক রোগে ভুগছে। আর প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন করে মানুষ আত্মহত্যা করছে।[৩] আপনারা জানেন, এই সুইসাইডের অন্যতম কারণ হলো ডিপ্রেশন। বিবাহিতদের সাথে তুলনা করলে সিঙ্গেল পুরুষদের ডিপ্রেশনে ভোগার হার ৩০% বেশি।[৪]
- ☑ জীবনীশক্তির কথা চিন্তা করুন। এইক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছে অবিবাহিতরা। বিশেষ করে অবিবাহিত প্রবীণদের মধ্যে এর প্রভাব অনেক বেশি।[৫]
- ☑ হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ১ লাখ ২৭ হাজার আমেরিকানদের মধ্যে একটি জরিপ চালায়। তারা দেখতে পায় যে, জরিপে অংশ নেওয়া অবিবাহিত পুরুষরা অপেক্ষাকৃত কম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে এটা পুরোই উল্টো।[৬]
- ☑ The American College of Cardiology প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন লোকের ওপর পরিসংখ্যান চালিয়েছে। এরপর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অবিবাহিতরা বেশি হৃদ্‌রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। এর তুলনায় বিবাহিতরা

---

[১] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ৮০।

[২] সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১৪/১২৮।

[৩] Mental health: lessons learned in 2020 for 2021 and forward, *World Bank,* February 11, 2021

[৪] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce,* p. 14.

[৫] Haomiao Jia, and Erica I. Lubetkin, Life expectancy and active life expectancy by marital status among older U.S. adults, *National Library of Medicine,* 2020 Aug 15

[৬] Marriage and men's health, *Harvard Health,* June 5, 2019

রয়েছে নিরাপদ অবস্থানে।[১]

☑ বিয়ে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন ড. গওহর মুশতাক। তিনি বেশ কিছু পয়েন্ট তুলে এনেছেন অববাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে। তাঁর সেই ছকটি আমরা দেখার চেষ্টা করব[২] :

সমস্যার বিবরণ	বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের পরিমাণ
ডিপ্রেশন	৩০% বেশি
ভয়-ভীতি	৩০% বেশি
মানসিক সমস্যা নিয়ে নিরাময়কেন্দ্রে ভর্তি	২২ গুণ বেশি
নার্ভাস ব্রেকডাউন	৩ গুণ বেশি
ঘুমের সমস্যা	৩ গুণ বেশি
দুঃস্বপ্ন দেখা	৩ গুণ বেশি
ভয়ানক অপরাধে জড়ানো	৫ গুণ বেশি
ধর্ষণ	৫ গুণ বেশি
আয়-উপার্জন	৩০% কম

বিয়েটা আমদের ফিতরাতের অংশ। এর সাথে বিদ্রোহ করে বেশিদিন টিকা সম্ভব হবে না। গির্জার পাদরিরা বহুত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনতা ফুঁসলে উঠে ধর্মের ক্ষমতাকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে। শেষমেশ ধর্মের ঠাঁই হয়েছে গির্জার চৌহদ্দির মধ্যে। ওদিকে আবার যাযকরা নিজেই লঙ্ঘন করেছে বৈরাগ্যবাদের বিধান। টিকে থাকতে পারেনি বেশিদিন। যৌনতার কাছে হার মেনেছে তাদের সাধনা। সেক্স হরমোনের উদ্দীপনার সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না তাদের কাছে। নারীজাতি আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন 'আয়াত' বা 'নিদর্শন'। তিনি এও বলেছেন, তারা হলো আমাদের প্রশান্তির মাধ্যম।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

[১] Marriage Linked to Lower Heart Risks in Study of 3.5+ Million Adults, *American College of Cardiology,* Mar 28, 2014

[২] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce,* p. 14.

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[১]

নারী-পুরুষ একে অন্যের সহযোগী। তারা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের মাধ্যমেই টিকে আছে আদম-সন্তানের বংশধারা। আদম ও হাওয়া এর সূত্রপাত করেছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা টিকিয়ে রাখা নারী-পুরুষের দায়িত্ব। আর সে জন্যে তাদের একান্তে কাছে আসা অতীব জরুরি।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ

“তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।”[২]

আসমানি নির্দেশের বলে তারা জুড়ে আছে একে-অন্যের সাথে। পোশাক যেমন লেপ্টে থাকে, ঠিক তেমনি তারাও জড়িয়ে আছে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে। আল্লাহ তাআলার ভাষায় :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“তারা তোমাদের জন্য লিবাস (পোশাক) এবং তোমরাও তাদের জন্য লিবাস।”[৩]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা ‘লিবাস’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ পোশাক, আবরণ, পরিচ্ছদ। মানুষের দেহকে যা আবৃত করে রাখে, তাকেই লিবাস বলা হয়। এই পোশাকের কারণেই বাইরের ধূলাবালি ও রৌদ্রের উত্তাপ থেকে শরীর রক্ষা পায়। এইখান থেকে আমরা দাম্পত্য-জীবনের খুব সুন্দর একটা উপমা খুঁজে পাই। স্বামী-স্ত্রী হলো একে অন্যের পোশাক। তারা একে-অপরকে অশ্লীলতার ধুলোবালি ও যৌবনের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। হালাল সম্পর্কের মাধ্যমে তারা যখন কাছে আসার সুযোগ পায়, তখন পঙ্কিলতা তাদের

[১] সূরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

[২] সূরা শুরা, ৪২ : ১১।

[৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৭।

জীবন থেকে দূরে সরে যায়। তারা হয় পবিত্র জীবনের অধিকারী। আর বিয়ের মাধ্যমেই এর সূত্রপাত ঘটে। এর বিরোধিতা করা মানে, নিজের ওপর অত্যাচার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ

> **"এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরেই জুলুম করে।"[১]**

বিয়েটা আল্লাহর বিধান। এর বাইরে সমাধান খুঁজতে গেলে দেহ-মন কোনোটাই প্রশান্তি পাবে না। দিন গড়ালে হয়তো ফিতরাত নিজেই বিদ্রোহ করবে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শেষ করছি ড. গওহার মুশতাকের কথা দিয়ে। তিনি বলেন, "ইসলাম খুব ভালোভাবেই অবগত রয়েছে যে, তরুণ বয়সটি যুবক-যুবতী উভয়ের জন্যেই বেশ সমস্যাদায়ক। বয়সঃসন্ধিকালে পৌঁছালে তাদের দেহে যৌন হরমোনের তীব্র স্রোত বয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরা দেরিতে বিয়ে করলে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের সমস্ত মনোযোগ চলে যায় যৌনবাসনার বিরুদ্ধে লড়াই করার পেছনে। এর উত্তম সমাধান হচ্ছে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া। কেননা, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা সঠিক দিকে প্রবাহিত হবে।"[২]

---

[১] সূরা তালাক, ৬৫ : ১।

[২] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce,* p. 21.